জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চড়াই উৎরাই

সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিক্ষা মহলে বেশ আলোচনার সূত্রপাত হয়। এক পর্যায়ে ভিসি পদত্যাগ করেন। ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে লিখেছেন রাবেয়া বেবী

ক্যাম্পাস

ইতিহাসের পাতা থেকে

ঢাকা শহরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন ব্রাহ্ম আন্দোলন বিকশিত হতে থাকে তখন আন্দোলনের নেতৃবর্গ একটি স্কুলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তখন ব্রজসুন্দর মিত্র, অনাথ বন্ধু মৌলিক, পার্বতীচরণ রায় ও দীননাথ সেনের যৌথ প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল ব্রাহ্ম বিদ্যালয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় ব্রাহ্ম স্কুল স্থাপিত হয়। অনেকের মতে প্রতিষ্ঠাতা অনাথবন্ধু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৮ সালে। ৮ বছর কাল অনাথ বন্ধু এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত থেকে ছাত্রদের মনে শ্রদ্ধা ধর্ম ও প্রীতি সঞ্চার করেন। উনিশ শতকের সত্তর দশকে স্কুলটি অর্থসংকটে পড়ে। অনাথবন্ধু তখন রানাঘাটের এসডিও। তিনি রোমশঙ্কর সেন ও বর্ধমানের কমিশনারের পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্ট ভগবান চন্দ্র বসুর কাছে অর্থ সাহায্যে নেন। ১৮৭২ স্কুলটি টিকিয়ে রাখার জন্য বালিয়াটির জমিদার কিশোরী লাল রায় চৌধুরীর হাতে দেয়া হয়। তিনি স্কুলটির নাম বদলে পিতার নাম অনুসারে জগন্নাথ স্কুল রাখেন। হৃদয়নাথ মজুমদার তাঁর স্মৃতি কথায় জগন্নাথ স্কুল সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন জগন্নাথ স্কুল থেকে কিশোরীলাল হাইস্কুল এবং তারপর ডায়ত থিয়েটার ও পরে জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটা ১৮৮৪ সালের কথা। জগন্নাথ কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় অনাথ বন্ধু মৌলিককে। সেই ব্রাহ্ম স্কুল থেকে জগন্নাথ স্কুল তারপর জগন্নাথ কলেজ- এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তিনি ছিলেন জড়িত ও তৎপর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে জগন্নাথ কলেজই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

জগন্নাথ কলেজের পথ পরিক্রমা

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে জগন্নাথ কলেজকে অবনমিত করে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত করা হয়। তখন খান বাহাদুর এসে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করেন। তার প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ সালে বিকম এবং ১৯৪৯ সালে বিএ ক্লাস খোলা হয়। ১৯৬৮ সালের ১লা আগস্ট জগন্নাথ কলেজকে সরকারী করা হয়। সরকারী জগন্নাথ কলেজের কলেবর দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। ফলে অনার্স, মাস্টার্স কোর্স চালুর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনার্স মাস্টার্স কোর্স চালু হয়। পরে কলেজের উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। '৯২-'৯৩ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯৫ সালের ২রা নভেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেন। ২০০৫ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর সংসদে বিল পাস হওয়ার মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় পথচলা শুরু করে। ২০০৫-এর ২০অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। মার্কেটিং এবং ফিন্যান্স নতুন দুটি বিভাগ ৪টি অনুষদে মোট ২২টি বিভাগ নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইক্রোবায়োলজি, ফার্মেসি, আইন, এন্থ্রোপোলজি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এবং ইংরেজি ল্যাংগুয়েজ এই ছয়টি বিষয় চালুর বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। প্রথম ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান। বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ২৪ হাজার নিয়মিত শিক্ষক ১০০ জন। ডেপুটেশন শিক্ষক সংখ্যা ২৫০ জন।

বর্তমান সমস্যা

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকার ২৮ কোটি টাকা অনুদান দেয়। ৫ কোটি টাকা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় চালু রাখা হয়। যা অন্যান্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেক বেশি। শিক্ষার্থীদের জন্য সেমিস্টার ফি ৫০০০ টাকা ধার্য করা হয়। এর মধ্যে কোর্স ফি ২৫০ টাকা। যানবাহন বাবদ ৫০০ টাকা ও অন্যান্য কিছু ফি নিয়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করে। টানা দশ দিন ক্লাস বর্জন করার পর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়। এবং ২৭ জুলাই রবিবার থেকে শিক্ষার্থীরা পুনরায় ক্লাস শুরু করেন।

শিক্ষার্থীদের মতামত

শিক্ষার্থীদের মনে সংশ্লিষ্টদের প্রতি বেশ অসন্তোষ বিরাজ করছে। তাদের দাবি কিস্তিতে করা তাও টাকার পরিমাণ কর্তৃপক্ষ কমায়নি। তাদের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কোর্স ফি ২৫০ টাকা। যেখানে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা ১০০ টাকা দেয়। পরিবহন বাবদ প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৫০০ টাকা দিতে হয়। তার মধ্যে অনেক শিক্ষার্থী পরিবহন সুবিধা নেননা। উন্নয়ন খাতে ৫০০০ হাজার টাকা নেয়া হয়। যা শিক্ষার্থীদের জন্য বহন করা কষ্টকর বলে জানান।

পরিশিষ্ট

২৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি। সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা গেছে সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ডকে এমন ভাবে গঠন করেছে যে প্রতি শিক্ষাবছরে সরকারের অনুদানের পরিমাণ কমতে থাকবে। এবং এক সময় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে। শিক্ষার্থীরা এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

ছবি জিয়াউদ্দিন

মন্তব্য

প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান
সাবেক উপাচার্য
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

পদত্যাগের আগে শিক্ষার্থীদের সাথে আমার কথা হয়েছে। আমরা সবসময় দরিদ্র ছাত্রদের পক্ষে থেকেছি। বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড বেশ সমৃদ্ধ। অবকাঠামোগত দিক দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উন্নতি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের জায়গাটাও খুব শীঘ্রই পাওয়ার কথা। ৬ টি হল হওয়ার পথও পরিষ্কার হচ্ছে। আমার মনে হয় ছাত্রদের আরও অনেক সমস্যা আছে। তারা সেই সমস্যার কথা বলুক।

মন্তব্য

প্রফেসর ড. আবু হোসেন সিদ্দিক
ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সেমিস্টার ফি কে আমরা ২টি কিস্তিতে করে দিয়েছি। তাদের একটি দাবি আছে যা হল পরীক্ষায় খারাপ করা বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা। সে ব্যাপারেও আমরা কমিটি গঠন করেছি। কোন শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট কেমন তার ওপর ভিত্তি করে কমিটি সিদ্ধান্ত নিবে। আমরা বরাবরই ছাত্রদের পক্ষে। তাদের বিপক্ষতা করার কোনো যুক্তি নেই। তারা আমাদের ছাত্র। শিক্ষার্থীরা আমাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে এবং ক্লাস শুরু করেছে।